ইউনিট

৫

সমাজ, সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক মূল্যবোধ

ভূমিকা

মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা তার স্বভাব। এককভাবে কোন মানুষই তার সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারে না। বিভিন্নমুখী চাহিদার জন্য সে অপরের উপর নির্ভর করে। পারস্পরিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই পারস্পরিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। নিরাপত্তার তাগিদেও মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। তাছাড়া মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য সে সমাজে বসবাস করে। সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশ ও লালনের জন্য একে অপরের নিকটবর্তী হয় ও সমাজ গঠন করে। এরিস্টটল যথার্থই বলেছেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব এবং যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।" সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু সমাজ গতিশীল। পরিবর্তনশীলতা সমাজের ধর্ম। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের ভিত্তি। মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে সমাজ সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

পাঠ– ১ : সমাজ, সমাজের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, ক্রমবিকাশ, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমাজের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- সমাজের উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানুষ সমাজে বাস করে কেন তা বলতে পারবেন।
- সমাজের ক্রমবিকাশে পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি, ধর্মের বন্ধন, অর্থনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।

৫.১.১ সমাজের সংজ্ঞা

মানুষ যখন একত্রিত হয়, মেলামেশা করে এবং কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত হয় তখন তাকে সমাজ বলে। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস বলেন, "সমাজ বলতে সেই সংঘবদ্ধ মানবগোষ্ঠীকে বুঝায় যারা কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয়েছে।" মনের ভাব প্রকাশের জন্য এবং আদান-প্রদানের সহজাত প্রবৃত্তির বশে মানুষ একত্রে বসবাস করতে শিখেছে। গিডিংসের ভাষায় একত্রিত হওয়ার মূল কারণ হল "সাধারণ চেতনাবোধ"। মানুষ এই চেতনাবোধ থেকে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পরিবার, সংঘ, সম্প্রদায় প্রভৃতি গঠন করেছে। এরূপ নানাবিধ প্রতিষ্ঠান নিয়ে গড়ে উঠেছে সমাজ। ম্যাকাইভার বলেন, "সমাজ মানুষের বহুবিধ সম্পর্কের এক বিচিত্র রূপ।"

সমাজ একটা অমূর্ত ধারণা। সমাজের কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই। সমাজ ছোট হতে পারে আবার বড়ও হতে পারে। এমনকি বিশ্বব্যাপীও হতে পারে। যেমন, রেডক্রস সমাজ। অধ্যাপক লিক্‌ক বলেন, "সমাজের সঙ্গে ভূখণ্ডের সম্পর্ক নেই"। সমাজ রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে এবং সমাজ তাকে লালন করে। ম্যাকাইভার তার সমাজ নামক গ্রন্থে

সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "সমাজ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল যার মধ্যে আমরা বাস করি।"

৫.১.২ সমাজের বৈশিষ্ট্য

সমাজের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করলে সমাজের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায় :

(১) ঐক্য– ঐক্য সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অভ্যাস, মনোভাব, চাওয়া-পাওয়া ও আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠে।

(২) স্থায়িত্ব– সমাজ একটি স্থায়ী বর্গ। তার অর্থ এই নয় যে সমাজের পরিবর্তন হবে না। সমাজের চিন্তাভাবনা, অগ্রগতি, শিক্ষাদীক্ষা ও বিজ্ঞানের অবদানের কারণে সমাজের পরিবর্তন ঘটে। সমাজের পরিবর্তন ঘটলেও সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় না।

(৩) সাধারণ উদ্দেশ্য– অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রভৃতি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হয়।

(৪) ভৌগোলিক সীমারেখা– সমাজের সাথে ভূখন্ডের সম্পর্ক না থাকলেও একটি সমাজকে আর একটি সমাজ থেকে ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারাই পৃথক করা যায়। তবে কোন কোন সমাজ সারা পৃথিবী জুড়ে বিরাজমান।

(৫) গ্রুপের সমষ্টি– সমাজ কতকগুলো দল বা গ্রুপের সমষ্টি এবং এই গ্রুপগুলো জনসাধারণের মৌলিক সামাজিক চাহিদা পূরণ করে। যেমন– কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি।

(৬) বৈচিত্র্য– সমাজ বিচিত্র রূপের একটি মানবিক সংগঠন। সমাজে হাসি-কান্না, ঐক্য-অনৈক্য, বিরোধিতা-সহযোগিতা, অবহেলা-সহমর্মিতা সবকিছুই বিদ্যমান। ব্যাপক মানবিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় রূপ হল সমাজ।

(৭) নৈতিক মূল্যবোধ– সমাজের ভিত্তি হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। সমাজ কতকগুলো নীতিমালা মেনে চলে এবং নীতিগুলো সমাজকে ধরে রাখে। যেমন– নিষ্ঠা, সততা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা প্রভৃতি।

৫.১.৩ সমাজের উদ্দেশ্য

সমাজ বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণই হল সমাজের উদ্দেশ্য। নিচে সমাজের উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হল-

(১) মৌলিক চাহিদা পূরণ করা– সমাজ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে গড়ে উঠা ব্যাপক ও বিপুল কর্মক্ষেত্রে কাজ করে মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে।

(২) নিরাপত্তা প্রদান করা– নিরাপত্তা লাভের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষ পরাক্রমশালীদের আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

(৩) ব্যক্তিত্বের বিকাশ– সমাজ মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়।

(৪) মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন– মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো সমাজের মধ্যে লালিত ও অনুশীলিত হয়। দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সমঝোতা, সহনশীলতা ও একে অপরকে বিপদে সাহায্য করা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী সমাজবদ্ধ জীবনেই বিকশিত হয়। অন্যদিকে এসব গুণাবলীই সমাজের ভিত্তি।

(৫) মনের সংকীর্ণতা দূর করা– সমাজ মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামগ্রিক স্বার্থের সমন্বয় সাধন করতে শেখায়। সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে বর্জন করার শিক্ষা মানুষ সমাজ থেকেই লাভ করে। এরূপে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়।

(৬) শিক্ষা দান করা– সামাজিক জ্ঞান ও নৈতিকতার শিক্ষা ব্যক্তি সমাজ থেকেই লাভ করে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ও অন্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার শিক্ষাও মানুষ সমাজ থেকেই অর্জন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানুষের মৌলিক জ্ঞান বিস্তার করে।

সবশেষে বলা যায়, সমাজ ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থা দ্বারা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করে তোলে।

৫.১.৪ সমাজে বাস করার কারণ

মানুষ সামাজিক জীব হলেও শুধু শুধু সমাজে বাস করে না। বরং একাধিক কারণে তারা সমাজে বাস করে। নিম্নে কারণগুলো আলোচনা করা হল :

(ক) স্বাভাবিক প্রবৃত্তি– স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কারণেই মানুষ সমাজে বাস করতে বাধ্য হয়। কোন মানুষই নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে চায় না, পারেও না। আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখের বার্তা একজন আর একজনকে জানিয়ে আত্মতৃপ্তি ও সান্ত্বনা পেতে চায়। সমাজ ছাড়া মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে না কিংবা মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হয় না। এরিস্টটল সত্যিই বলেছেন, "মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।"

(খ) নিরাপত্তা লাভ– নিরাপত্তার তাগিদে মানুষ সমাজে বাস করে। এককভাবে বাস করলে জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়। পরাক্রমশালীদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। সমাজবদ্ধ মানুষ যৌথভাবে এসব আক্রমণ প্রতিহত করে নিরাপত্তার মধ্যে নিশ্চিত জীবন যাপন করে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই নিরাপত্তা লাভের জন্য মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। টমাস হবসের মতে, নিরাপত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলেছে। তাছাড়া নিরাপত্তার সাথে সাথে শান্তির কামনাও মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

(গ) মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন– সমাজে বাস করার অন্যতম কারণ সমাজ মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে। সমাজে বাস করেই মানুষ দয়া, মায়া, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী অর্জন করে। পরিবারের বৃদ্ধির ফলেই সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবার থেকে লব্ধ ও বিকশিত মানবিক গুণাবলী সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(ঘ) মৌলিক চাহিদা পূরণ– সমাজে বাস করে বলেই মানুষ তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে যত দ্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয় তা পূরণের জন্য সে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কেউ খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। আবার যে খাদ্য উৎপন্ন করে সে হয়ত বস্ত্রের জন্য অপরের উপর নির্ভর করে। এভাবে সমাজবদ্ধ মানুষ একে অপরের চাহিদা পূরণ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষ একা বাস করতে পারে না। মানবিক গুণাবলীর বিকাশ, চাহিদা পূরণ ও নিরাপত্তা লাভের অন্তর্নিহিত তাগিদে মানুষ সমাজে বাস করে।

৫.১.৫ সমাজের ক্রমবিকাশ

সমাজ কখন কিভাবে গঠিত ও বিকশিত হয়েছে সমাজবিজ্ঞানীরা সে ব্যাপারে একমত নন। এ ব্যাপারে তেমন কোন প্রামাণ্য দলিলও পাওয়া যায় না। তবে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, যৌন চাহিদার কারণেই নারী পুরুষ একত্রিত হয়, সন্তান-সন্ততির জন্মদান করে এবং পরিবার গঠন করে। পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়ে বৃহত্তর সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ধর্মের বন্ধন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনার সমন্বিত অবদানের ফলে সমাজ সৃষ্টি হয়। নিচে সমাজ বিকাশের ধারায় বিভিন্ন উপাদানের অবদান ও গুরুত্ব আলোচনা করা হল :

(ক) পরিবার– পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজের ভিত্তি রচিত হয়। অবশ্য পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠার পূর্বেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল। অবাধ যৌনাচারের কালেও মানুষ কোন না কোন ভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তবে পরিবার ব্যবস্থা সুসভ্য সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবার গড়ে উঠে। রক্তের বন্ধনের কারণেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা ও মায়া-মমতার সুদৃঢ় বন্ধন রচিত হয়। তাই পরিবার সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

(খ) গোষ্ঠী– পরিবার বৃদ্ধি পেয়ে গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পরিবারের মত না হলেও রক্তের বন্ধনই জনগোষ্ঠীকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে। একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের সম্পর্কগত ঐক্যানুভূতি, গোষ্ঠীপতির প্রতি আনুগত্য, গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হওয়ার কামনা ও অন্য গোষ্ঠী হতে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সুদৃঢ় বন্ধন হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে গোষ্ঠীবদ্ধ জনগোষ্ঠী সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

(গ) নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী– গোষ্ঠী সম্প্রসারিত হয়ে একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় এবং একাধিক জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। রক্তের বন্ধন অপেক্ষা সাধারণ স্বার্থ ও একই সাথে ধর্ম পালনের যৌথ কামনা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে।

(ঘ) ধর্মের বন্ধন– উপজাতির সম্প্রসারণের ফলে আত্মীয়তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে ধর্মই ঐক্যের বন্ধন রচনা করে। উপজাতির শাসকই আবার ধর্মগুরু। তাই একই ধর্মবিশ্বাসী উপজাতিগুলো একতাবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে ব্যাপক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

(ঙ) অর্থনৈতিক চেতনা– উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবর্তন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতির অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন উপজাতির জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের বিস্তার ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মনে সঞ্চয়ের কামনা দেখা দেয় এবং সেই সাথে সম্পদকে সংরক্ষণ ও নিরাপদ করার তাগিদে সে আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাই অর্থনৈতিক কারণেও মানুষ সমাজবদ্ধ থাকার চেতনা লাভ করে।

(চ) রাজনৈতিক চেতনা– অর্থনৈতিক চেতনার সাথে রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত হয়ে সমাজ বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন-কানুন ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের বন্ধন সুসংগঠিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং সমাজবদ্ধ মানুষকে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক চেতনা দান করে যা পরবর্তীতে সুসংবদ্ধ সমাজের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

বস্তুত সমাজ কোন আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। বরং পরিবার, গোষ্ঠী, উপজাতি, ধর্মের বন্ধন, অর্থনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনার সমন্বিত অবদানের ফলে সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটেছে, বর্তমান সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়েই সমাজ অগ্রসর হচ্ছে।

৫.১.৬ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক

ব্যক্তি ও সমাজ পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ গঠিত হয়। অপরপক্ষে সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ সম্পর্কে ম্যাকাইভার বলেন, "সমাজ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের এক জটিল জাল যার মধ্যে আমরা বাস করি।" নিম্নে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক আলোচনা করা হল :

প্রথমত: ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য– ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ গঠিত। ব্যক্তির অবদানে সমাজ সমৃদ্ধ হয়। আর সমাজ ব্যক্তির বহুবিধ চাহিদা পূরণ করে। পারস্পরিক লেনদেন ও সহযোগিতায় সমাজ ব্যক্তির অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, গৃহস্থালীর দ্রব্যসামগ্রী ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করে।

দ্বিতীয়ত: সমাজ ব্যক্তিকে মূল্যবোধে সঞ্জীবিত করে– ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের ধারণা ব্যক্তি সমাজ থেকেই লাভ করে। সমাজে বাস করার ফলে কতকগুলো প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি, যেমন– সততা, নিষ্ঠা, শৃংখলাবোধ প্রভৃতি ব্যক্তির মধ্যে জন্ম নেয়। সমাজ সেগুলো লালন ও সংরক্ষণ করে। অপরপক্ষে সমাজ এ সমস্ত নিয়ম-রীতি দ্বারা ব্যক্তিকে পরিচালিত করে।

তৃতীয়ত: সমাজ ব্যক্তির সামাজিকীকরণ করে– সামাজিকীকরণ বলতে বুঝায় ব্যক্তিকে সমাজের আকাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালিত করা। ব্যক্তি তার জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় জীবনযাপন পদ্ধতি সমাজ থেকেই লাভ করে। পরিবার, ধর্ম, জ্ঞাতি-সম্পর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজ ব্যক্তির সামাজিকীকরণ করে থাকে।

চতুর্থত: ব্যক্তির চিন্তাধারা সমাজকে প্রভাবিত করে– ব্যক্তির চিন্তাধারা সমাজকে প্রভাবিত করে। জ্ঞানী-গুণী ও মহৎ ব্যক্তিদের চিন্তাধারা, মতামত ও লেখনী সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজের কাম্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন– নবী মোহাম্মদ (দঃ)-এর চিন্তা ও প্রচার পুরাতন সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে।

পঞ্চমত: সমাজ ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করে– বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করলে জীবনের নিরাপত্তা থাকে না। সমাজ ব্যক্তিকে জীবন-যাপনের উপকরণ সরবরাহ করে ও অন্য ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিরাপত্তা দান করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ থেকেই ব্যক্তি তার জীবন, সম্পত্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা লাভ করে।

সর্বোপরি, সমাজ সভ্য জীবন-যাপনের কেন্দ্র। উন্নততর জীবনব্যবস্থা লাভ করা যায় সমাজে। সামাজিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধগুলো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। তাই ব্যক্তিকে যেমন সমাজ থেকে আলাদা করা যায় না, তেমনি ব্যক্তিবিহীন সমাজ কল্পনা করা যায় না। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

সার-সংক্ষেপ

সমাজ মানুষের একটি বৃহৎ বর্গ। সমাজে বসবাস করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। তাই প্রত্যেক মানুষ সমাজে বাস করে। এরিষ্টটল যথার্থই বলেছেন, "যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সমাজ বলতে কি বুঝায় ?
- ক. সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্র হওয়াকে
- খ. কৃষি কাজের জন্য একত্র হওয়াকে
- গ. শিল্প কাজের জন্য একত্র হওয়াকে
- ঘ. কেনাবেচার জন্য একত্র হওয়াকে

২। সমাজের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
- ক. ঐক্য
- খ. দল
- গ. গোষ্ঠী
- ঘ. জনতা

৩। সমাজের উদ্দেশ্য কি ?
- ক. খাওয়া দাওয়া
- খ. কাপড় চোপড় পড়া
- গ. মৌলিক চাহিদা পূরণ করা
- ঘ. খেলাধুলা করা

৪। মানুষ সমাজে বাস করে কেন ?
- ক. খেয়ালের বশে
- খ. ইচ্ছা করে
- গ. স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে
- ঘ. লাভবান হওয়ার জন্য

৫। সমাজ বিকাশের উপাদান কোনটি ?
- ক. পরিবার
- খ. সংঘ
- গ. সমিতি
- ঘ. সম্প্রদায়

পাঠ– ২ : সামাজিক পরিবর্তন ও এর কারণসমূহ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সামাজিক পরিবর্তনের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কার ও বিপ্লব, যান্ত্রিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব এবং ব্যক্তির ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

৫.২.১ সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ ও প্রকৃতি

অর্থ : সমাজ গতিশীল। পরিবর্তনশীলতা এর ধর্ম। আজ আমরা যে সামাজিক পরিমণ্ডলে বসবাস করছি তা পূর্বে ছিল না এবং বর্তমান কাঠামোও আগামী দিনে থাকবে না। সামাজিক পরিবর্তন বলতে বুঝায় সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন। সমাজ কাঠামো বলতে বুঝায় সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত রূপ। মূলত দল ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন। জিন্‌স বার্গ বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজ কাঠামো এবং তৎসম্পর্কিত কার্যাবলীর পরিবর্তন এবং যেসব আদর্শ বা মূল্যবোধ এবং সামাজিক বিধি সামাজিক কাঠামোকে সংহত করে রাখে এবং এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে তার পরিবর্তন।" গার্থ ও মিল্‌স বলেন, "কালের গতিতে রীতিনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটে তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে।" কার্ল মার্কস বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের মৌল কাঠামো বা অর্থনেতিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র উপরিকাঠামোর পরিবর্তন সংঘটিত হয়।" উইলিয়াম এফ অগবার্নের মতে সামাজিক পরিবর্তন হল, "সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিবর্তন।" সহজ কথায় সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, শিল্পকলা, রাজনীতি, অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন।

প্রকৃতি : সমাজ পরিবর্তন হয় সময়ের সাথে সাথে। পরিবর্তনশীল সময়ের প্রয়োজনে গড়ে উঠে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে মানুষের পালিত ভূমিকার সমষ্টিগত রূপ হল সামাজিক পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সব সময় সামাজিক অগ্রগতি বা প্রগতির সম্পর্ক থাকে না। পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ বর্তমান অবস্থা থেকে খারাপ দিকে যেতে পারে, আবার উন্নতির দিকেও যেতে পারে। যেমন– বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির ফলে সমাজের যে পরিবর্তন হয় তাতে সমাজ তার বর্তমান অবস্থা থেকেও খারাপ দিকে যেতে পারে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে অনেক সময় সামাজিক মূল্যবোধের সম্পর্ক থাকে না। যেমন, সংস্কৃতির ব্যাপ্তির মাধ্যমে সমাজের যে পরিবর্তন ঘটে তাতে সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের পতনও ঘটতে পারে। আবার বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের মাধ্যমে কোন সমাজ তার নিজস্ব মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজ মূল্যবোধের সংকটে পড়তে পারে। সংস্কারপন্থীরা এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে চাইলেও সনাতনপন্থীরা প্রচলিত মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে অনেক সময় মানুষের চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক থাকে না। যুদ্ধের ফলে বিজয়ীরা বিজিতদের উপর যে সমস্ত আদর্শ বা ধ্যান-ধারণা আরোপ করে তা বিজিতদের আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তন কখনও মন্থর গতিতে আবার কখনও দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। তবে এই পরিবর্তন সাধারণতঃ মন্থর গতিতেই হয়ে থাকে।

৫.২.২ সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

সমাজ কোন একক কারণে পরিবর্তিত হয় না। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো আলোচনা করা হল :

(১) প্রাকৃতিক কারণ– বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের অর্থাৎ আবহাওয়া, জলবায়ু এবং ভূমির গঠন-প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে। এর সাথে সাথে সমাজের জীবন-যাপন পদ্ধতিরও পরিবর্তন আসতে পারে। ফলে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

(২) অর্থনৈতিক কারণ– অর্থনৈতিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হলে সমস্ত উপরিকাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হয়। উৎপাদন পদ্ধতি দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হল উৎপাদন শক্তি আর অন্যটি হল উৎপাদন সম্পর্ক। মার্কসের মতে যখন উৎপাদন শক্তিতে পরিবর্তন আসে তখন উৎপাদন সম্পর্কের উপর তার প্রভাব পড়ে। এই উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা সমগ্র সমাজের পরিবর্তন বুঝা যায়। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজে উত্তরণের কারণ হল অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন। তদ্রূপ শিল্পায়নের ফলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন ঘটে আধুনিক শিল্প নির্ভর শহুরে সমাজের আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে সাদামাটা জীবন-যাপন প্রণালীর পরিবর্তে কৃত্রিম ও যান্ত্রিক জীবন-যাপন পদ্ধতি সূচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক কারণ তাই সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৩) রাজনৈতিক কারণ– রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। ক্ষমতার পরিবর্তন ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে সমাজের রাজনৈতিক আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন অনেক সময় সমাজের অর্থনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৪৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সেখানে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে শাসন ব্যবস্থা ও জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে তা জনগণের আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে।

(৪) ধর্মীয় কারণ– ধর্মীয় কারণেও সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন– ম্যাক্স ওয়েবারের মতে পুঁজিবাদী সমাজ সৃষ্টির জন্য প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম দায়ী। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম দ্বারা পুঁজিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্মীয় দর্শন ছিল, 'কর্মই দেবতা'। 'কাজ করেই ঈশ্বরের নৈকট্য পাওয়া যাবে'। এই দর্শনে প্রভাবিত হয়ে প্রটেস্ট্যান্টরা কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা পুঁজির পাহাড় গড়ে তোলে ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। ধর্মীয় ধ্যান ধারণা ও আদর্শ সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। যেমন– ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের ফলে পৌত্তলিক সমাজের পরিবর্তে এক আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

(৫) সাংস্কৃতিক কারণ– সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। উইলিয়াম এফ. অগবার্ন বলেন, "সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে পুরাতন সংস্কৃতির বিলোপ এবং নতুন সংস্কৃতি নির্ভর সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে।" তিনি সংস্কৃতির দুটি ভাগ করেছেন–বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি। অগবার্ন বলেন, যখন বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন আসে তখন ধীরে বা মন্থর গতিতে অবস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। এই অবস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। যেমন ডিস এ্যানটিনা ও কম্পিউটারের মাধ্যমে বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে সমাজের চিন্তাধারা ও কাজের ধরনের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়ে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে। বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলে প্রচলিত সংস্কৃতি ধীর গতিতে লোপ পাচ্ছে। সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি ও বিস্তরণের ফলে এবং বিদেশী সংস্কৃতির ভাল দিক সংযোজিত হওয়ার ফলে দেশীয় সংস্কৃতির ইতিবাচক উন্নয়ন সামাজিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

(৬) সংস্কার ও বিপ্লব– সংস্কার ও বিপ্লবের ফলেও সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা যখন জনকল্যাণ বিরোধী এবং অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন সমাজ সংস্কারকদের আন্দোলন সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়ন করে। হযরত মুহম্মদ (দ:) -এর সংস্কার ও বিপ্লব পৌত্তলিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী একেশ্বরবাদী সমাজ ব্যবস্থার সূচনা করে। রাজা রাম মোহন রায়ের সংস্কার হিন্দু সমাজের প্রচলিত সতীদাহ প্রথা বিলোপ এবং বিধবা বিবাহ প্রথার জন্ম দেয়। কামাল আতাতুর্কের সংস্কার ও বিপ্লব তুরস্কের বুকে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে নব্য তুরস্কের জন্ম দেয়। ১৬৮৮ সালের ইংল্যান্ডের বিপ্লব ও ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব পুরাতন সমাজ ও রাজনৈতিক

ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাসের সংস্কার আন্দোলন খৃষ্টধর্মের অজ্ঞতা, অন্ধতা ও গোঁড়ামী দূর করে সমাজকে প্রগতির পথে নিয়ে যায়।

(৭) যান্ত্রিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক কারণ– বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফলে ব্যক্তি নতুন নতুন কলাকৌশল সম্পর্কে সচেতন হয়। প্রযুক্তির পরিবর্তন সমগ্র সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন আনতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী ভেবলেন বলেন, "প্রযুক্তি প্রধানত তিনটি জিনিসে পরিবর্তন আনে। যথা– (ক) উৎপাদন, (২) যোগাযোগ ও (৩) মনোভাব।" এই তিনটি জিনিস প্রকৃতপক্ষে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রসারের ফলে সমাজের পুরাতন কাঠামো বিলুপ্ত হয়ে নতুন সমাজ সচেতনতার জন্ম দেয়। এমিল ডুরখৈইম বলেন, "বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিদের মধ্যে সহজ-সরল ও স্বাভাবিক সম্পর্কের পরিবর্তে কৃত্রিম সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।"

(৮) চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব– সামাজিক পরিবর্তনের মূলে ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধিবৃত্তি কাজ করে। প্রতিভাধর ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিদের নতুন নতুন চিন্তাভাবনার ফলে সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। আব্রাহাম লিংকনের চিন্ত া-ভাবনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিল, বেন্থাম প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চিন্তাভাবনা ও দর্শন ইংল্যান্ডে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজ বিকাশে অবদান রাখে। সমাজের সমষ্টিগত চিন্তা ভাবনা সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

(৯) ব্যক্তির ভূমিকা– সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদ প্রথার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে বর্ণবাদ প্রথা উচ্ছেদের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করেছেন। গার্থ ও মিলস বলেন, "সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় ব্যক্তির নির্দিষ্ট ভূমিকার দ্বারা।" রাজা রামমোহন রায়, গান্ধী, কার্ল মার্কস, হিটলার, মুসোলিনী, রুশো, ভলটেয়ার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের ভূমিকার ফলে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

সামাজিক পরিবর্তন কোন একক কারণে ঘটে না। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন কারণে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কারণে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণের যৌথ অবদানে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে।

সার-সংক্ষেপ

সমাজে বসবাসকারী মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটলে সমাজের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন নানা কারণে সংঘটিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটলে, ব্যক্তির ভূমিকার কারণে বা শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝায় ?

ক. সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন খ. চিন্তার পরিবর্তন
গ. কাজের পরিবর্তন ঘ. চলা ফেরার পরিবর্তন

২। সামাজিক পরিবর্তনের গতি কেমন ?

ক. মন্থর গতি খ. দ্রুত গতি
গ. গতিহীন স্থির ঘ. অপরিবর্তিত

৩। 'কাজ করেই ঈশ্বরের নৈকট্য পাওয়া যাবে' এটা কাদের ধর্মীয় দর্শন ?

ক. হিন্দু খ. বৌদ্ধ
গ. ক্যাথলিক ঘ. প্রটেস্ট্যান্ট

পাঠ– ৩ : সামাজিক পরিবর্তনের অনুসঙ্গ।

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তনের অনুসঙ্গ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- সমাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা, ধর্ম, রেনেসাঁ, শিল্পায়ন, নেতৃত্ব প্রভৃতি অনুসঙ্গ বা উপাদানগুলোর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.৩.১ সংজ্ঞা

কালের গতিতে সামাজিক পরিবর্তন একটি অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। তবে স্বাভাবিক নিয়মে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তা অনেকটা ধীর ও মন্থর। কিন্তু কিছু ঘটনা ও বিষয় আকস্মিক ও দ্রুত গতিতে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটায়। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে সকল ঘটনা ও বিষয় প্রভাব বিস্তার করে তাদের সমষ্টিকে সামাজিক পরিবর্তনের অনুসঙ্গ বলে।

৫.৩.২ সামাজিক পরিবর্তনের অনুসঙ্গসমূহ

নিম্নে সামাজিক পরিবর্তনের অনুসঙ্গ বা উপাদানগুলো আলোচনা করা হল :

(১) শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তন– শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তন তরান্বিত করে। শিক্ষার প্রভাবে কুসংস্কার, গোঁড়ামী, ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা ও কর্মবিমুখীনতা দূর হয়। প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণাকে মানুষ গ্রহণ করতে শিখে। শিক্ষা উদারতা ও সহনশীলতার দীক্ষা দান করে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায়। শিক্ষিত মানুষ পরিবর্তনকে উদারভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা অর্জন করে। সুতরাং কাম্য পথে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। শিক্ষার অবদানেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও অবাধ জন্মদান বন্ধ হয়েছে। শিক্ষার প্রভাবেই মানুষ বংশমর্যাদা ও কৌলিন্য প্রথার পরিবর্তে ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে মর্যাদার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে। শিক্ষা মানুষকে গতিশীল করেছে। শিক্ষার অবদানে যন্ত্রের আবিষ্কার ঘটেছে, উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে যা সামাজিক পরিবর্তনের অনুসঙ্গ হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার দ্বারা সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের (Cultural fusion) ফলে পুরাতন সংস্কৃতির পরিবর্তে নতুন সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছে। ফলে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, আসবাবপত্র সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এগুলোর পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন। শিক্ষার ফলে সাধারণ জীবন-যাপন পদ্ধতির পরিবর্তে জটিল জীবন-যাপন পদ্ধতির সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন চাহিদার জন্ম হচ্ছে। আর সেজন্য মানুষ কর্মতৎপর হচ্ছে। জীবনসংগ্রামে মানুষ বেশি লিপ্ত হচ্ছে। শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন সমাজ থেকে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপক পার্থক্য ঘটেছে। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার প্রভাব কত গভীর ও ব্যাপক।

(২) ধর্ম ও সামাজিক পরিবর্তন– ধর্ম সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম অনুসঙ্গ। নতুন ধর্মমত প্রচারের ফলে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। কেননা ধর্ম কেবল পারলৌকিক ব্যাপার নয়। ধর্ম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইহজাগতিক অনেক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করেছে। যেমন, ইসলামের আবির্ভাবের ফলে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। দাসপ্রথা, মদ্যপান, নারীর মর্যাদা, পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক সম্পর্ক, শাসন ব্যবস্থা, বণ্টন ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়ন করে ইসলাম বিরাট সামাজিক পরিবর্তন সাধন করেছে।

(৩) রেনেসাঁ ও সামাজিক পরিবর্তন– রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ সামাজিক পরিবর্তনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বৃটিশ ভারতে মুসলিম পুনর্জাগরণ তার অন্যতম নিদর্শন। রেনেসাঁ মানুষের চিন্তা, চেতনা ও আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। ফলে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। ইউরোপের অধিবাসীদের পুনর্জাগরণ ঘটে ১৪ শতক থেকে ১৬ শতকের মধ্যে। এই সময়ে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। রেনেসাঁ নতুন চিন্তাভাবনা করতে শেখায় যা পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

(৪) শিল্পায়ন ও সামাজিক পরিবর্তন– শিল্পায়নের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। কারণ শিল্পায়নের ফলে কুটির শিল্পের পরিবর্তে বৃহৎ ও ভারী শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে পুঁজির বিকাশ ঘটে। বৃহৎ ব্যবসা কেন্দ্র, বন্দর, শিল্পনগরী, বড় বড় বিলাসবিপনী প্রভৃতি গড়ে উঠে। এগুলো জীবন-যাপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক শহুরে সমাজ গড়ে উঠে। জীবন ও জীবিকার জন্য মানুষ শহরে ভিড় জমায়। শহরে অগণিত মানুষের ঢল নামে, ফলে গড়ে উঠে বস্তি। আবাসন ও পরিবহন সংকট দেখা দেয়। শহরায়ন সহজ-সরল জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে জন্ম দেয় কৃত্রিম ও যান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার। শিল্পায়নের ফলে শ্রমের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বাড়ি থেকে দূরে কর্মসংস্থানের ফলে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে জন্ম নেয় একক পরিবার। আত্মনির্ভরশীলতার সাথে সাথে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়। শিল্পায়নের ফলে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাদের সচেতনতা বাড়ে আর জন্ম নেয় শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের সংকট। এর ফলে শ্রম-আইন, শ্রম আদালত, মজুরী বোর্ড প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। শিল্পায়নের সাথে সাথে সমাজ জীবনে এসব পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে।

(৫) নেতৃত্ব ও সামাজিক পরিবর্তন– নেতৃত্ব সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম অনুসঙ্গ। অযোগ্য নেতৃত্বের পতন ও যোগ্য নেতৃত্বের আবির্ভাবের সাথে ইতিবাচক পরিবর্তন জড়িত। যোগ্য নেতৃত্ব কেবলমাত্র সামাজিক পরিবর্তন ঘটায় তাই নয়, সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। মার্কস, লেনিন, মাও সে তুং, নেহেরু, শের-ই-বাংলা, আব্রাহাম লিংকন, জর্জ ওয়াশিংটন প্রমুখ নেতা তাদের নিজ দেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটান। আবার ধর্মীয় নেতৃত্ব অনেক দেশে কুসংস্কার উচ্ছেদ করে সামাজিক পরিবর্তন এনেছে।

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন অনুসঙ্গ সামাজিক কাঠামো, আচরণ ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটলে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুত সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সামাজিক পরিবর্তনের অনুসঙ্গ কোনটি ?

ক. সিনেমা খ. শিক্ষা
গ. সৎকর্ম ঘ. শ্রম

২। শিল্পায়নের ফলে কি হয় ?

ক. কুটির শিল্প খ. বৃহৎ শিল্প কারখানা
গ. কৃষির উন্নতি ঘ. বস্তির উন্নয়ন

৩। শহরে অসংখ্য মানুষের ঢল কেন নামছে ?

ক. শিল্পায়নের ফলে খ. নেতৃত্বের পরিবর্তনের কারণে
গ. শিক্ষার সুযোগের জন্য ঘ. বস্তির সম্প্রসারণের ফলে

পাঠ- ৪ : সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উপাদান

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- সামাজিক মূল্যবোধের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫.৪.১ সামাজিক মূল্যবোধের অর্থ ও সংজ্ঞা

সামাজিক মূল্যবোধ হল কতকগুলো নীতি, আদর্শ এবং আচরণবিধি যাকে একটি সমাজের মানুষ ভাল ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করে। প্রত্যেক সমাজে ভাল-মন্দের একটি মানদণ্ড আছে। এই মানদণ্ডের আলোকে মানুষের ভাল-মন্দ আচরণকে বিচার করা হয়। এই বিচারের মানদণ্ডই হল সামাজিক মূল্যবোধ। অতএব সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি ও সমাজের অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হল সামাজিক মূল্যবোধ। স্টুয়ার্ট.সি.ডড বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হল ঐ সমস্ত রীতি-নীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের কাছ থেকে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট থেকে লাভ করে।" সমাজবিজ্ঞানী এম, আর উইলিয়াম বলেন, "মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি মানদণ্ড যার আদর্শে মানুষের ব্যবহার ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমাজে মানুষের কাজের ভাল-মন্দের বিচার করা হয়।" এইচ, ডি, স্টেইন বলেন, "জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহশীল, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি সকলের অগাধ শ্রদ্ধা আছে এবং যা সম্পাদনের মাধ্যমে তারা আনন্দ উপভোগ করে তাকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।" বস্তুত সামাজিক মূল্যবোধ হল সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়-বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, দানশীলতা, উদারতা প্রভৃতি মানবিক সুকুমার বৃত্তির সমষ্টি। মূল্যবোধ পরিবর্তনশীল। স্থান ও কাল ভেদে মূল্যবোধ ভিন্ন হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে।

৫.৪.২ সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক মূল্যবোধের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল :

(১) সামাজিক মানদণ্ড– সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের আচরণ বিচারের মানদণ্ড। মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। মূল্যবোধ মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) সামাজিক সেতুবন্ধন– মূল্যবোধ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও আদর্শের ভিত্তিতে মানুষ পরস্পর মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) সামাজিক নৈতিকতা– মূল্যবোধ আইন নয়। এগুলো কতকগুলো নৈতিকতার নিয়ম। জনসাধারণের স্বীকৃতির ফলেই এগুলো পালিত হয়। এগুলো লঙ্ঘন করলে শাস্তি না হলেও সামাজিক ঘৃণা কুড়াতে হয়।

(৪) বিভিন্নতা– দেশ ও সমাজভেদে মূল্যবোধ ভিন্ন হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে গুরুজনদের সামনে ধুমপান করা বেয়াদবী কিন্তু ইউরোপীয় সমাজে ধুমপানকে এরূপ বেয়াদবী মনে করা হয় না।

(৫) পরিবর্তনশীলতা– সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। এক সময়ে ফুলপ্যান্ট ও শার্টকে ইংরেজ সাহেবদের পোশাক মনে করে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী তা পরত না, কিন্তু বর্তমানে তারা তা পরছে। হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথাকে মূল্যবোধের মানদণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু এখন সতীদাহ প্রথাকে কেউ সমর্থন করে না।

(৬) বৈচিত্র্যময়তা ও আপেক্ষিকতা– মূল্যবোধ বৈচিত্র্যময়। কেননা একই সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মূল্যবোধ বিভিন্ন রকম। তদ্রূপ একই সমাজে বসবাসরত শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা ধনী-দরিদ্রের মূল্যবোধের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

(৭) নৈর্ব্যক্তিকতা– মূল্যবোধ জনসমাজের সামগ্রিক ধ্যান-ধারণার সমষ্টি। এ হিসেবে মূল্যবোধ ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বরং ব্যক্তি তার মনের অলক্ষ্যেই মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিবিধান করে এবং সমষ্টির মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়।

৫.৪.৩ সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান

সামাজিক মূল্যবোধ কতকগুলো উপাদান বা ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হল :

(১) নীতি ও ঔচিত্যবোধ– প্রত্যেক সমাজে কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় এ ব্যাপারে সাধারণ ঐকমত্য থাকে। ধর্ম থেকে বা সমাজের গুরুজনদের নিকট থেকে এগুলো মানুষ অর্জন করে। এগুলোকেই মানুষ সামাজিক নৈতিকতা হিসেবে গ্রহণ করে। যেমন– সত্য কথা বলা ঔচিত্যবোধের সহিত জড়িত। এর বিপরীতে মিথ্যা কথা বলাকে মানুষ ঔচিত্যবোধের বিপরীত মনে করে। মিথ্যাবাদী তাই সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

(২) সামাজিক ন্যায়বিচার– সামাজিক ন্যায়বিচার গণতন্ত্রের বিকাশের ফল। সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে বুঝায় ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অফিসের বড় কর্মকর্তা থেকে ছোট কর্মচারী, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাজ, আচরণ ও ন্যায়-অন্যায় বিচারের মানদণ্ড হবে এক ও অভিন্ন। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিগত অবস্থা ও মর্যাদাকে গণ্য করা হবে না। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি সংযত হয়। সামাজিকভাবে স্বীকৃত ধারণার পরিপন্থী আচরণ করতে সাহস করে না। সামাজিক ন্যায়বিচার থাকলে মূল্যবোধ সংরক্ষিত ও সঞ্জীবিত হয়।

(৩) শৃঙ্খলাবোধ– শৃঙ্খলাবোধ সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি। শৃঙ্খলা বলতে বুঝায় আইনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টির জন্য শাস্তিযোগ্য বিধানের দ্বারা প্রশিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আচরণ শিক্ষা করা ও মেনে চলার মানসিকতাই শৃঙ্খলাবোধ। সময়মত কাজ করা, স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত, জনসভা, পারিবারিক জীবনব্যবস্থা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-বিধান মেনে চলা মূল্যবোধের মানদণ্ডে সমাজে আদর্শ বলে গৃহীত হয় এবং সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

(৪) সহনশীলতা– সহনশীলতা বলতে বুঝায় সহ্য করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা। নিজের ইচ্ছার বিপরীত বা অন্যের পৃথক মতকে সহ্য করা বা গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতাই সহনশীলতা। এই মনোভাবের অভাবে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আপোষ ও সমঝোতামূলক মনোভাব না থাকলে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক জীবন গড়ে তোলা যায় না। মত বিনিময় এবং অবাধে মত বিনিময়ের সুযোগ থাকলে স্বচ্ছ অভিমত সৃষ্টি হয় এবং তা সমাজ জীবনকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে। সহনশীলতা ভাল গুণ হিসেবে সমাজে স্বীকৃত। সহনশীলতা সমাজে শান্তি ও সুস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে। সহনশীলতা তাই সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি।

(৫) সহমর্মিতা– অপরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুখী হওয়া, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়িয়ে সমবেদনা প্রকাশ করাই সহমর্মিতা। এই অনুভূতিই সমাজের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। সহমর্মিতা সমাজে আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত। সহমর্মিতা স্নেহ, ভালবাসা ও ভক্তির বন্ধনকে মজবুত করে এবং সমাজ জীবনকে সুশৃঙ্খল করে। সহমর্মিতা সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

(৬) শ্রমের মর্যাদা– সব ধরনের কাজই মূল্যবান। কোন কাজকেই ছোট করে দেখার বা অবজ্ঞা করার অবকাশ নেই। মেথর, মুচি, জেলে, নাপিত, ধোপা ও কর্মকারেরা তাদের নিজ নিজ (সাধারণ দৃষ্টিতে অবমাননাকর) কাজগুলো না করলে সভ্য জীবন-যাপনের উপাদানগুলো সহজে পাওয়া যেত না। মহৎ ও ত্যাগী মহাপুরুষেরা কোন কাজকে তাই ছোট করে দেখেননি। হযরত মুহম্মদ (দঃ), মহাত্মা গান্ধী, আব্রাহাম লিংকন প্রমুখ মহাপুরুষ ও মনীষীগণ নিজ হাতে ছোটখাট কাজ করে শ্রমের মর্যাদার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি–একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। কাজ বীরত্ব, সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। কর্মই ধর্ম। আমাদের দেশে একসময়ে দৈহিক শ্রমকে অমর্যাদাকর মনে করা হত।

বর্তমানে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রমকে মর্যাদার মানদণ্ড হিসেবে সমাজ গ্রহণ করেছে। শ্রমের মর্যাদা তাই সামাজিক মূল্যবোধের উপাদান বা ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

(৭) আইনের শাসন– আইনের শাসনের অর্থ সকলেই আইনের অধীন। শাসক-শাসিত, ধনী-গরীব সকলেই একই অপরাধের জন্য সমানভাবে শাস্তিযোগ্য। সরকারের ক্ষমতা আইন থেকে প্রাপ্ত এবং শাসকও আইনের অধীন। বিনা অপরাধে কাউকে আটক করা যাবে না বা শাস্তি দেওয়া যাবে না। অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। গোপনে বিচার করা যাবে না। এগুলো আইনের শাসনের মূল কথা। এককালে অর্থ, বিত্ত ও মর্যাদার মানদণ্ডে মানুষের বিচার করা হত। গণতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের ফলে এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ এখন আইন অনুযায়ী বিচার করা সমর্থন করে, আইনের শাসনের পরিপন্থী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং সোচ্চার হয়। আইনের শাসনের মাধ্যমে অধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় মানুষ আগ্রহী। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে মানুষ আইনের শাসন অর্জন করেছে বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ঐক্যবদ্ধ মানসিকতা গঠন করেছে। সমাজ আইনের শাসন ভালবাসে। আইনের শাসন এখন সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত। আইনের শাসন ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

(৮) নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ– নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ ছাড়া সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। কারণ সামাজিক মূল্যবোধগুলো কতকগুলো নৈতিকতা ও আদর্শ হিসেবে সমাজে গৃহীত হয়েছে। এগুলো শাস্তিযোগ্য নয়। তাই সামাজিক মূল্যবোধগুলোর সংরক্ষণ ও লালন নাগরিকদের সচেতনতা ও কর্তব্যবোধের উপর নির্ভরশীল। নাগরিককে একদিকে যেমন মূল্যবোধের পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে তেমনি মূল্যবোধের পরিপন্থী কাজকে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। সচেতনতা ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মূল্যবোধকে সমুজ্জ্বল ও সঞ্জীবিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেকবানদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। নাগরিকদের দায়িত্ববোধের উপর যেমন সামাজিক মূল্যবোধ নির্ভরশীল তেমনি সামাজিক মূল্যবোধ নাগরিকদেরকে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। নাগরিকদের দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা তাই সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি।

(৯) সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখীতা– সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে জনগণের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করলে নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর অভাবে মানুষ নিজেকে গণনাযোগ্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য তার করণীয় কিছু আছে বলে মনে করে না। তাই সরকার ও রাষ্ট্রকে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করে জনগণকে সচেতন করতে হবে। মানুষ ও সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্যের উপলব্ধি ঘটাতে হবে। কেননা কেবলমাত্র সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিকই সামাজিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে পারে।

(১০) দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা– দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা বলতে কেবলমাত্র সরকারের দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা বুঝায় না। ব্যক্তিগত অবস্থানে প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের সকলের জন্য দায়িত্ব ও সমাজের সকলের নিকট জবাবদিহিতা রয়েছে। বিবেকের নিকটও জবাবদিহিতা আছে। এর অভাবে বিশৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। দায়িত্বহীন নাগরিক, কর্মচারী-কর্মকর্তা ও শাসককে সকলেই খারাপ চোখে দেখে। দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা গণতান্ত্রিক সমাজে সকলেই কামনা করেন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দায়িত্বশীলতা অন্যকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সমাজবন্ধনকে সুদৃঢ় করে। দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা তাই সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি।

সার-সংক্ষেপ

মূল্যবোধ সমাজের ভিত্তি। মূল্যবোধ যত উন্নত হবে সমাজও তত উন্নত হবে। তাই সামাজিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তি, সরকার ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেকে স্ব স্ব ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করলে সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সামাজিক মূল্যবোধ কি?
ক. সামাজিক মানদণ্ড খ. সামাজিক বিচার আচার।
গ. সামাজিক নিয়ম-কানুন ঘ. সামাজিক কৃষ্টি।

২। সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
ক. সামাজিক আচার খ. সামাজিক নৈতিকতা
গ. সামাজিক শৃঙ্খলা ঘ. সামাজিক ন্যায়বিচার

৩। সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কোনটি ?
ক. আইনের শাসন খ. ভাল ব্যবহার
গ. পরোপকার ঘ. উৎসাহ প্রদান

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। সমাজের সংজ্ঞা দিন। –৫.১.১ প্রথম অনুচ্ছেদ
২। সমাজের বৈশিষ্ট্য কি কি? –৫.১.২ থেকে নামগুলো লিখুন
৩। শিক্ষা কিরূপে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়? –৫.৩.২(১)
৪। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কারণে মানুষ সমাজে বাস করে কেন? –৫.১.৪ (ক)
৫। সামাজিক পরিবর্তনের রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করুন। –৫.২.২ (৩)
৬। সামাজিক পরিবর্তনে ব্যক্তির ভূমিকা কি? –৫.২.২ (৯)
৭। ধর্ম কিরূপে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়? –৫.২.২ (৪)
৮। সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য কি কি? –৫.৪.২ থেকে নামগুলো লিখুন
৯। সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে সরকারের দায়-দায়িত্ব কি? –৫.৪.৩ (৯)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমাজের সংজ্ঞা দিন। সমাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। –৫.১.১ ও ৫.১.৩
২। সমাজের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন। –৫.১.৫
৩। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক আলোচনা করুন। –৫.১.৬
৪। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝায়? –৫.২.১
৫। সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো বর্ণনা করুন। –৫.২.২
৬। সামাজিক পরিবর্তনের অনুসঙ্গগুলোর বিবরণ দিন। –৫.৩.২
৭। সামাজিক মূল্যবোধ কি? মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন। –৫.৪.১ ও ৫.৪.২
৮। সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিগুলো সম্পর্কে যা জানেন লিখুন। –৫.৪.৩

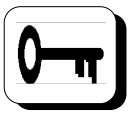

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ক, ২। ক, ৩। গ, ৪। গ, ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ক, ২। গ, ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। খ, ২। খ, ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। ক, ২। খ, ৩। ক